মেহেরপুরে প্রার্থীদের মাঝে প্রতীক বরাদ্দ

মেহেরপুরের দুটি আসনে প্রার্থীদের মাঝে প্রতীক বরাদ্দ দিয়েছেন জেলা রিটানিং কর্মকর্তা ও জেলা প্রশাসক ড. সৈয়দ এনামুল কবীর। আজ বুধবার দুপুর ৩টার দিকে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে প্রার্থীদের উপস্থিতিতে প্রতীক বরাদ্দ দেওয়া হয়।

মেহেরপুর-১ (সদর ও মুজিবনগর) আসনের বিএনপি প্রার্থী মাসুদ অরুনকে ধানের শীষ, জামায়াত প্রাথী তাজ উদ্দিন খানকে দাড়িপাল্লা, জাতীয় প্রার্টি প্রাথী আব্দুল হামিদকে লাঙ্গল এবং সিবিপি প্রার্থী এ্যাড. মিজানুর রহমানকে কাস্তে প্রতীক বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে।

মেহেরপুর-২ (গাংনী) আসনে বিএনপি প্রার্থী আমজাদ হোসেনকে ধানের শীষ, জামায়াত প্রার্থী নাজমুল হুদাকে দাড়িপাল্লা এবং জাতীয় পার্টি প্রার্থী আব্দুল বাকীকে লাঙ্গল প্রতীক বরাদ্দ দেওয়া হয়।

জীবননগরে জামায়াতের ইসলামীর ৯ টি ওয়ার্ড শাখা অফিস উদ্বোধন

জীবননগর উপজেলায় বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী হাসাদাহ ইউনিয়নের ৯ টি ওয়ার্ডে শাখা অফিস উদ্বোধন করা হয়েছে।

গতকাল মঙ্গলবার সন্ধ্যার পর বৈদ্যানাথপুর প্রথম শাখা অফিস উদ্বোধন করেন চুয়াডাঙ্গা জেলা আমির ও চুয়াডাঙ্গা ২ আসনে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী মনোনীত প্রার্থী এ্যাড. রুহুল আমিন। তিনি বলেন, বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী রাষ্ট্র ক্ষমতায় যেতে চাইনে, আমরা বাংলাদেশের মানুষকে রাস্ট্র ক্ষমতা নিয়ে যেতে চাই।

এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন, চুয়াডাঙ্গায় জেলা ছাত্রশিবির সাগর আহমেদ, বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী জীবননগর উপজেলা শাখার সেক্রেটারি মাহফুজুর রহমান, উপজেলা শ্রমিক কল্যাণ বিভাগের সভাপতি কামাল

উদ্দীন, উপজেলা কর্মপরিষদ সদস্য আব্দুস সালাম, হাসাদাহ ইউনিয়ন আমির আকতারুজ্জামান, নায়েব আমির আবুল কাশেম, সেক্রেটারি লাল্টু মিয়া, সহকারী সেক্রেটারি আজিবর রহমান,বায়তুলমাল তোফাজ্জেল হোসেন, তারবিয়াত সেক্রেটারি ওলিয়ার রহমান প্রমুখ।

অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন, সহ সেক্রেটারির ও নির্বাচন পরিচালক শফিকুল ইসলাম শিমুল।

মেহেরপুরে এনসিপি প্রার্থীর মনোনয়ন প্রত্যাহার

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের শেষ দিনে মেহেরপুর-১ আসনে এনসিপি প্রার্থী ইঞ্জি. সোহেল রানা তাঁর মনোনয়ন প্রত্যাহার করেছেন। এর ফলে মেহেরপুর-১ আসনে ৪ জন এবং মেহেরপুর-২ আসনে ৩ জন চূড়ান্ত প্রার্থী থাকলেন।

মঙ্গলবার বিকেলে এনসিপি প্রার্থীর পক্ষে এনসিপি সদস্য হাসনাত জামান সৈকতের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তা ও জেলা প্রশাসক ড. সৈয়দ এনামুল কবীরের হাতে প্রত্যাহারের আবেদন তুলে দেন।

এর ফলে মেহেরপুর-১ আসনের চূড়ান্ত প্রার্থীরা হলেন বিএনপি প্রার্থী মাসুদ অরুণ, জামায়াত প্রার্থী তাজ উদ্দিন আহমেদ, জাতীয় পার্টির প্রার্থী আব্দুল হামিদ এবং বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির (সিপিবি) প্রার্থী অ্যাডভোকেট মিজানুর রহমান।

মেহেরপুর-২ আসনের চূড়ান্ত প্রার্থীরা হলেন বিএনপি প্রার্থী মো. আমজাদ হোসেন, জামায়াত প্রার্থী নাজমুল হুদা এবং জাতীয় পার্টির প্রার্থী আব্দুল বাকি।

আলমডাঙ্গায় বেগম খালেদা জিয়ার আত্মার শান্তি কামনায় দোয়া

আলমডাঙ্গার হারদী ইউনিয়নে সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার রুহের মাগফিরাত কামনায় দোয়া মাহফিল ও মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

চুয়াডাঙ্গা জেলার আলমডাঙ্গা উপজেলার হারদী ইউনিয়নে সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার রুহের মাগফিরাত কামনায় বিশেষ দোয়া মাহফিল ও মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গত রবিবার বাদ মাগরিব হারদী ইউনিয়নের কেশবপুর প্রাইমারি স্কুল মাঠ প্রাঙ্গনে ২নং হারদী ইউনিয়নের ৬নং ওয়ার্ড (কেশবপুর ও লক্ষীপুর) বিএনপি’র উদ্যোগে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

অনুষ্ঠানে বক্তারা বেগম খালেদা জিয়ার বর্ণাঢ্য রাজনৈতিক জীবন, গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারে তাঁর সংগ্রাম এবং দেশ ও জাতির জন্য তাঁর অবদানের কথা গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেন।

হারদী ইউনিয়নের ৬নং ওয়ার্ড বিএনপি’র সাবেক সাধারণ সম্পাদক জাহিদ হাসানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, চুয়াডাঙ্গা জেলা বিএনপি’র সাধারণ সম্পাদক ও চুয়াডাঙ্গা-০১ আসনের বিএনপি মনোনীত এমপি পদপ্রার্থী শরীফুজ্জামান শরীফ।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে শরীফুজ্জামান শরীফ বলেন, বেগম খালেদা জিয়া শুধু একজন রাজনৈতিক নেত্রী নন, তিনি বাংলাদেশের গণতন্ত্রের প্রতীক। স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনে তাঁর আপসহীন ভূমিকা ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। আজ দেশ এক গভীর সংকটের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। এই সংকট উত্তরণে বিএনপিকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে।”

অনুষ্ঠানে প্রধান বক্তা হিসেবে বক্তব্য রাখেন, আলমডাঙ্গা উপজেলা বিএনপি’র সাবেক সভাপতি শহিদুল কাওনাইন টিলু। এছাড়াও বক্তব্য দেন উপজেলা নির্বাচন সমন্বয়ক বোরহান উদ্দিন (উপজেলা সাবেক সভাপতি, কৃষকদল), গোলাম মোস্তফা (সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক, উপজেলা বিএনপি), ছানোয়ার হোসেন লাড্ডু (সাবেক চেয়ারম্যান, ভাংবাড়িয়া ইউনিয়ন), বিএনপি নেতা আব্দুল মজিদ।

আরও উপস্থিত ছিলেন হারদী বিএনপির সমন্বয়ক মহিনুল ইসলাম (সাবেক সভাপতি, হারদী ইউনিয়ন), মনিরউদ্দিন মনির (ভারপ্রাপ্ত সভাপতি, হারদী ইউনিয়ন বিএনপি), শফিকুল ইসলাম (সাধারণ সম্পাদক, হারদী ইউনিয়ন বিএনপি), তারদীল খান ডিকো খান, আব্দুস সাত্তার (হারদী), জাকির হোসেন, বীর মুক্তিযোদ্ধা রবিউল হক (ওসমানপুর), নাসির (হারদী), জমিরউদ্দীন, শহিদুল মেম্বার, আব্দুল হান্নান, নাসির, সাত্তার (সাংগঠনিক সম্পাদক, হারদী ইউনিয়ন বিএনপি), জেড এম তৌফিক খান, বাবুল আক্তার, ময়েন, ছাত্রদল সভাপতি শিপন, লতিফ মিয়া সহ বিএনপি ও এর অঙ্গসংগঠনের বিপুল সংখ্যক নেতাকর্মী।

অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার রুহের মাগফিরাত কামনা করে বিশেষ দোয়া মোনাজাত পরিচালনা করা হয়। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন, হারদী ইউনিয়ন বিএনপি নেতা আব্দুস সালাম।

শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের জন্মবার্ষিকীতে মেহেরপুরে দোয়া ও আলোচনা সভা

বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান ও সাবেক রাষ্ট্রপতি শহীদ জিয়াউর রহমান বীর-উত্তমের ৯০তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে মেহেরপুরে দোয়া ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। যুবদল নেতা আলমগীর হোসেনের উদ্যোগে গতকাল সোমবার বিকেলে শহরের পুরাতন বাস স্ট্যান্ড এলাকায় এ কর্মসূচি পালন করা হয়।

দোয়া ও আলোচনা সভায় সভাপতির বক্তব্যে যুবদল নেতা আলমগীর হোসেন বলেন, শহীদ জিয়াউর রহমান ১৯৩৬ সালের ১৯ জানুয়ারি বগুড়ার গাবতলী উপজেলার নিভৃত পল্লী বাগবাড়িতে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন দূরদৃষ্টিসম্পন্ন জনপ্রিয় রাষ্ট্রনায়ক, অসাধারণ দেশপ্রেমিক, অসম সাহসী ও সহজ-সরল ব্যক্তিত্বের প্রতীক। তাঁর নেতৃত্ব ও অবদানে বাংলাদেশের ইতিহাস সমৃদ্ধ হয়েছে।

তিনি আরও বলেন, ১৯৮১ সালে কিছু বিপথগামী সামরিক কর্মকর্তার হাতে চট্টগ্রাম সার্কিট হাউসে মর্মান্তিকভাবে শহীদ হন প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান। তবে তাঁর আদর্শ ও দেশপ্রেম নতুন প্রজন্মের মাঝে আজও প্রেরণা জোগায়।

এসময় আরও উপস্থিত ছিলেন নবীন দলের সভাপতি আনোয়ার শেখ, সাংগঠনিক সম্পাদক মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ, জেলা জিয়া সাইবার ফোর্সের সিনিয়র যুগ্ম সম্পাদক নাজমুল হক সোহাগ, বিএনপি নেতা রোকনুজ্জামানসহ বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের বিভিন্ন স্তরের নেতাকর্মীরা।

শেষে শহীদ জিয়াউর রহমানের আত্মার শান্তি কামনায় বিশেষ দোয়া অনুষ্ঠিত হয়।

শৈলকুপায় আধিপত্য বিস্তার নিয়ে বিএনপির দু’পক্ষের সংঘর্ষে আহত ১০

ঝিনাইদহের শৈলকূপায় আধিপত্য বিস্তার নিয়ে বিএনপির দু’পক্ষের সংঘর্ষে অন্তত ১০ জন আহত হয়েছেন।

আহতদের শৈলকূপা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়েছে। এদের মধ্যে একজনের অবস্থান আশঙ্কাজনক বলে জানা গেছে। আজ সোমবার সকালে উপজেলার বিষ্ণুদিয়া গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।

পুলিশ ও স্থানীয়রা জানায়, সামাজিক আধিপত্য বিস্তার নিয়ে মনোহরপুর ইউনিয়নের যুবদল নেতা জেলা যুবদলের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক জাহিদ চৌধুরী ও শৈলকূপা উপজেলা যুবদলের সদস্য সচিব আবুল বাশার সাদাতের সমর্থকদের মধ্যে বিরোধ চলে আসছিলো।

দুই দিন আগে বিষ্ণুদিয়া গ্রামে মসজিদের জমির সীমানা নির্ধারণ নিয়ে দুই নেতার ওই গ্রামের সমর্থকদের বাক-বিতন্ডা হয়। এরই জেরে সোমবার সকালে উভয় পক্ষের লোকজন দেশীয় অস্ত্র নিয়ে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। এতে আহত হয় অন্তত উভয় পক্ষের ১০ জন।

শৈলকূপা থানা ওসি হুমায়ুন কবির মোল্ল্যা জানান, খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রনে আনে। আহতদের মধ্যে ৫ জনকে শৈলকুপা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে সবাইকে উন্নত চিকিৎসার জন্য ফরিদপুর, কুষ্টিয়া ও ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে রেফার্ড করা হয়। এলাকায় উত্তেজনা থাকায় পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

বেগম খালেদা জিয়া ও মুক্তার আত্মার মাগফিরাত কামনায় মেহেরপুরে দোয়া মাহফিল

সাবেক প্রধানমন্ত্রী মরহুমা দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া এবং মেহেরপুর পৌরসভা ৮ নম্বর ওয়ার্ড বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক আব্দুস সাত্তার মুক্তার বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনায় দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল রবিবার সন্ধ্যায় হোটেল বাজার এলাকায় পৌর ৮ নম্বর ওয়ার্ড বিএনপি’র উদ্যোগে এ দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মেহেরপুর হোটেল বাজার ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি শামীমুল ইসলাম।

দোয়া মাহফিলে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, মেহেরপুর পৌর বিএনপি’র সাবেক সভাপতি ও সাবেক ভিপি জাহাঙ্গীর বিশ্বাস। বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন, সদর উপজেলা বিএনপি’র সাবেক সভাপতি অ্যাডভোকেট মারুফ আহমেদ বিজন, জেলা বিএনপি’র সাবেক সহ-সভাপতি খাইরুল বাশার এবং জেলা শ্রমিক দলের সভাপতি আহসান হাবীব সোনা।

এছাড়াও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, পৌর ৮ নম্বর ওয়ার্ড বিএনপির নেতৃবৃন্দ কিয়াম উদ্দিন, মামুনুর রশিদ, হিরোক, চঞ্চল শেখসহ স্থানীয় বিএনপি ও এর অঙ্গসংগঠনের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মীরা।

দোয়া মাহফিলে অংশগ্রহণকারীরা মরহুমা দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া

ও আব্দুস সাত্তার মুক্তার রুহের মাগফিরাত, তাদের আত্মার শান্তি এবং দেশের গণতন্ত্র ও সার্বিক কল্যাণ কামনা করে বিশেষ মোনাজাতে অংশ নেন। মোনাজাত শেষে উপস্থিত সকলের মাঝে তবারক বিতরণ করা হয়।

দোয়া মাহফিলের মাধ্যমে স্থানীয় বিএনপি নেতাকর্মীরা তাদের প্রিয় নেত্রী ও প্রয়াত সহযোদ্ধার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা প্রকাশ করেন।

মেহেরপুরে বিএনপি মনোনীত প্রার্থীর সাথে সদর উপজেলা বিএনপির মতবিনিময় সভা

আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে বিএনপি মনোনীত প্রার্থীর সঙ্গে মেহেরপুর সদর উপজেলা বিএনপির মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সদর উপজেলা বিএনপির আয়োজনে আজ রবিবার বিকেল চারটার দিকে জেলা বিএনপির কার্যালয়ে এ মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিএনপি মনোনীত প্রার্থী ও সাবেক সংসদ সদস্য মাসুদ অরুন। সদর উপজেলা বিএনপির সভাপতি ফয়েজ মোহাম্মদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান।

সদর উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক সাইফুল ইসলামের সঞ্চালনায় সভায় আরও উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপির সাবেক সহ-সভাপতি ইলিয়াস হোসেন, জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক ওমর ফারুক লিটন, রোমানা আহমেদ, বিএনপি নেতা আনোয়ারুল হক কালুসহ জেলা ও উপজেলা বিএনপির অন্যান্য নেতাকর্মীরা।

মতবিনিময় সভায় আসন্ন নির্বাচনকে সামনে রেখে দলীয় সাংগঠনিক কার্যক্রম জোরদার ও নেতাকর্মীদের ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার বিষয়ে আ

চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের জামায়াত প্রার্থী রুহুল আমিন’কে শোকজ

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে দলীয় কর্মশালায় উসকানিমূলক বক্তব্য দিয়ে নির্বাচনি আচরণবিধি লঙ্ঘনের অভিযোগে চুয়াডাঙ্গা-২ (দামুড়হুদা, জীবননগর ও সদর উপজেলার একাংশ) আসনে জামায়াতে ইসলামীর প্রার্থী মো. রুহুল আমিনকে কারণ দর্শানোর নোটিশ (শোকজ) দিয়েছে নির্বাচনি অনুসন্ধান ও বিচারিক কমিটি।

নোটিশে ১৯ জানুয়ারি সকাল সাড়ে ১০টায় বিচারিক কমিটির কার্যালয়ে উপস্থিত হয়ে লিখিত বক্তব্য বা ব্যাখ্যা দিতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। গত মঙ্গলবার এ নোটিশ জারি করেন সংশ্লিষ্ট আসনের নির্বাচনি অনুসন্ধান ও বিচারিক কমিটির প্রধান এবং জীবননগর সিভিল জজ আদালতের বিচারক নাসির হুসাইন। জানা গেছে, গত ১২ জানুয়ারি দামুড়হুদা উপজেলার কার্পাসডাঙ্গায় দলীয় কর্মশালায় বক্তব্য দেন জামায়াতের প্রার্থী মো. রুহুল আমিন।

তার ওই বক্তব্যকে উসকানিমূলক ও নির্বাচনি আচরণবিধি পরিপন্থি দাবি করে এ আসনে বিএনপি’র প্রার্থী মাহমুদ হাসান খানের প্রধান নির্বাচনি এজেন্ট এম এ সবুর একই দিন জেলা প্রশাসক ও রিটার্নিং কর্মকর্তা মোহাম্মদ কামাল হোসেনের কাছে লিখিত অভিযোগ দেন। ওই অভিযোগের সূত্র ধরে জেলা প্রশাসকের কার্যালয় থেকে নির্বাচনি অনুসন্ধান ও বিচারিক কমিটির কাছে চিঠি পাঠানো হয়।

চিঠিতে উল্লেখ করা হয়, কার্পাসডাঙ্গা জামায়াতে ইসলামীর নির্বাচনি কর্মশালায় মো. রুহুল আমিন নির্বাচনে জয়লাভের লক্ষ্যে বাঁশে তেল মাখিয়ে সংরক্ষণ ও ব্যবহার করার জন্য ভোট গ্রহণের আগে জনসাধারণকে নির্দেশনা দিয়েছেন, যা নির্বাচনি আচরণবিধিমালার পরিপন্থি। ইতোমধ্যে কর্মশালার ওই বক্তব্য বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ও পত্রিকার মাধ্যমে ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয়েছে। চিঠির সঙ্গে পেনড্রাইভে বক্তব্যের ভিডিও সংযুক্ত করে এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ জানানো হয়।

সিভিল জজ নাসির হুসাইন স্বাক্ষরিত কারণ দর্শানোর নোটিশে বলা

হয়েছে, ভিডিও পর্যালোচনায় প্রাথমিকভাবে অভিযোগের সত্যতা পাওয়া গেছে। অভিযোগ ও ভিডিও বিশ্লেষণে দেখা যায়, মো. রুহুল আমিন বক্তব্যে বলেন, ‘সামনে ১২ তারিখ একটি লড়াই হবে। এই লড়াইয়ে যারা মরার জন্য যাবে তারাই জিতবে, যারা রক্ত ঝরানোর জন্য যাবে তারাই জিতবে। আর যারা বাঁচতে যাবে তারা হেরে যাবে।

এছাড়া তিনি কর্মীদের বাঁশের লাঠি ব্যবহার করতে উৎসাহ দিয়েছেন। এমন উসকানিমূলক বক্তব্য নির্বাচনে জনসাধারণের মধ্যে ভয়ভীতি সৃষ্টি করেছে। নোটিশে আরও বলা হয়, এ ধরনের বক্তব্য নির্বাচনে সহিংসতা সৃষ্টিতে উৎসাহ জোগায় এবং সুষ্ঠু নির্বাচনি পরিবেশ বিনষ্ট করে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বক্তব্যটি ছড়িয়ে পড়ায় জনমনে ভীতির সঞ্চার হচ্ছে। এসব কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে মো. রুহুল আমিন নির্বাচনে অবৈধ প্রভাব সৃষ্টি করেছেন এবং রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীর আচরণবিধিমালা, ২০২৫-এর বিধি ১৫ ও ১৬ লঙ্ঘন করেছেন। এ অবস্থায় অভিযোগের বিষয়ে কেন তার বিরুদ্ধে নির্বাচন কমিশনে সুপারিশসহ প্রতিবেদন পাঠানো হবে না, তা জানতে ১৯ জানুয়ারি সকাল সাড়ে ১০টায় কমিটির কার্যালয়ে উপস্থিত হয়ে ব্যাখ্যা দিতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

এ বিষয়ে জামায়াতের প্রার্থী মো. রুহুল আমিন বলেন, আমার দেওয়া বক্তব্য কাউকে ভয়ভীতি দেখানোর জন্য নয় এবং এটি আচরণবিধি লঙ্ঘনের উদ্দেশ্যেও নয়। মূলত সুষ্ঠু ও সুন্দর নির্বাচন নিশ্চিত করার পরিকল্পনার অংশ হিসেবেই এই বক্তব্য দেওয়া হয়েছে।তিনি আরও বলেন, আমরা ভোট চুরি করব না, কাউকে ভোট চুরি করতে দেব না—এটাই ছিল মূল বক্তব্য। যারা ভোট চুরি করতে আসবে, তাদের প্রতিহত করা হবে। সেই প্রতিরোধের প্রস্তুতি হিসেবে কর্মীদের সতর্ক থাকার কথা বলা হয়েছে।

মেহেরপুর-১ আসনে সিপিবি প্রার্থী মিজানুর রহমানের

মনোনয়ন বৈধ ঘোষণা

আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে রিটার্নিং কর্মকর্তার দেওয়া সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে দায়ের করা আপিল আবেদনের প্রেক্ষিতে মেহেরপুর-১ আসনে বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিবি) মনোনীত ও গণতান্ত্রিক যুক্তফ্রন্টের প্রার্থী অ্যাডভোকেট মোহা. মিজানুর রহমানের মনোনয়ন বৈধ ঘোষণা করেছে নির্বাচন কমিশন।

আজ বৃহস্পতিবার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন দলটির নেতাকর্মীরা।

এর আগে দলীয় মনোনয়ন না থাকার কারণ দেখিয়ে সিপিবি প্রার্থী অ্যাডভোকেট মিজানুর রহমানের মনোনয়নপত্র বাতিল করেন জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তা ও জেলা প্রশাসক ড. সৈয়দ এনামুল কবীর।

আপিল নিষ্পত্তির মাধ্যমে মনোনয়ন বৈধ হওয়ায় মেহেরপুর-১ আসনের নির্বাচনী মাঠে নতুন মাত্রা যোগ হয়েছে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা।